দৈনিক খবর 39

তারিখ ... 04 JAN 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

25

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি এরশাদ গত সোমবার 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ ১৯৯০'-এর উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্রপতি আরো ঘোষণা দিয়েছেন যে, পৌর এলাকার বাইরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের শিক্ষা অবৈতনিক হবে। কন্যা সন্তানদের শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে তিনি সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের মতো ১৯৯০ সালকে বালিকা বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ ইউনেস্কো কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির এ ঘোষণাটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে এ দেশের ইতিহাসে চিহ্নিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমরা রাষ্ট্রপতির এ ঘোষণাকে অভিনন্দিত করে এর ত্বরিত বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করছি। কেননা, অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, সরকারের বহু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত সুষ্ঠু বাস্তবায়নের অভাবে ঈপ্সিত লক্ষ্য হাসিল করতে পারেনি। রাষ্ট্রপতি এরশাদ তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে, ৪০ বছর আগে এ দিনে সারা পৃথিবীর মানুষ দু' হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সূচনা করেছিল। কিন্তু চার দশক পরেও পৃথিবীর পাঁচশ' কোটি মানুষের মধ্যে একশ' কোটি নিরক্ষর রয়ে গেছে। এর মধ্যে এক কোটি ৭০ লাখ নিরক্ষর রয়েছে উন্নত বিশ্বে। বাকী ৯৮ কোটি ৩০ লাখ নিরক্ষর তৃতীয় বিশ্বের। উন্নত ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে এই বৈষম্য মানব জাতি বা সমাজের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না বলে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন। সাক্ষরতার সঙ্গে উন্নয়নের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দ্রুততর করতে হলে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি এরশাদের উল্লেখিত বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণের কোনই অবকাশ নেই। অন্যান্য বিষয়ের মতো শিক্ষার ক্ষেত্রেও উন্নত ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে বৈষম্য গোটা মানব সমাজেরই ক্ষতির কারণ হয়ে বিরাজ করছে। তাই যে করেই হোক এ বৈষম্য দূর করতে হবে। কিন্তু সে জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকেই উদ্যোগী হতে হবে। বাইরে থেকে অন্য কেউ এসে এ কাজগুলো সমাধা করে দেবে না। আমরা যদি নিজেরা নিজেদেরকে উন্নত করে তুলতে সচেষ্ট হই, তাহলে বহির্বিশ্ব থেকে হয়ত কিছু কিছু সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যাবে। কিন্তু কেবলই বাইরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকলে নিজেদের ক্ষতি ছাড়া উপকার কিছুই হবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষার ব্যাপারেও তাই এতকালের পশ্চাদপদতা ঘুচিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাদের নিজেদেরই সচেষ্ট হতে হবে। পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকা আত্মবিনাশেরই নামান্তর। তবে এ কথা ঠিক যে, আত্মোন্নতির জন্য আমরা নিজেরা দৃঢ়সংকল্প হয়ে কাজে নেমে পড়লে তখন উন্নত বিশ্বও সাহায্য ও সহযোগিতা দিতে এগিয়ে আসবে, আর তখন তাদের সাহায্য কাজে লাগিয়ে আমাদের অগ্রগতির ধারাকে দ্রুতগামী করে তোলা সহজ হবে। অতএব, শুধু পরনির্ভরশীল না হয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্যে আমাদের দৃঢ় সংকল্প হতে হবে। আমরা কতটা দৃঢ় সংকল্প হয়ে কাজ করে যেতে পারবো তার ওপরই প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করে।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং পৌর এলাকার বাইরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করার যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন তার পূর্ণ সাফল্য কামনা করে আমরা বলতে চাই যে, এ সিদ্ধান্তের বাস্তব রূপায়নের মাধ্যমে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা সম্ভব। তবে শুধু ঘোষণা দিয়েই এ সাফল্য আসবে না সে জন্যে প্রশাসনকে দৃঢ়সংকল্প হতে হবে। অতীতে দেখা গেছে যে, সরকারের বহু জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্ত আমলাতন্ত্রের কাজের শম্বুক গতির জন্য কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেনি। আমলাদের বাদ দিয়ে যেমন প্রশাসন চালানো যাবে না, তেমনি আমলাদের মধ্যে জনসেবার মনোভাব জাগ্রত না করে কোনো যুগান্তকারী সাফল্যও অর্জন করা সম্ভবপর নয়। প্রশাসনের ভেতরে জনসেবার মনোভাব জেগে উঠলে উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতা আপনা আপনিই গতিশীল হয়ে উঠবে। তাই প্রশাসনের ভেতরে জনসেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্বারোপ করছি।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা এবং পৌর এলাকার বাইরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করার যে ঘোষণা রাষ্ট্রপতি দিয়েছেন তার ত্বরিত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নই আমরা দেখতে চাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, রাষ্ট্রপতির এ ঘোষণার বাস্তবায়নের দ্বারা ২০০০ সালের মধ্যে দেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং একই সাথে নারী শিক্ষার প্রসারেও যুগান্তকারী অগ্রগতি অর্জিত হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, সিদ্ধান্ত ঘোষণা করাই যথেষ্ট নয়- বরং সিদ্ধান্তের সুষ্ঠু বাস্তবায়নই প্রকৃত সাফল্যের লক্ষ্যে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, নিরক্ষরতা আমাদের দেশের সার্বিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে বলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা শিক্ষার দ্রুত বিস্তারকে মৌল জাতীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষার দ্রুত বিস্তার এবং সমাজে বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টি ব্যতীত কোনো জাতির পক্ষেই আত্মোন্নতি হাসিল করা সম্ভবপর নয়। তাই নিরক্ষরতা দূরীকরণের সাথে জাতীয় অগ্রগতির ওতপ্রোত সম্পর্ক সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন হতে অনুরোধ জানাচ্ছি।